গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(আইন ও সংস্থা অধিশাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.msw.gov,bd

নম্বর-৪১.০০.০০০০.০৫২.০১.০০১.১৬. ৩৭

১৬ ফাল্গুন ১৪২৩
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষয় : **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৭ এর খসড়া এবং সভার নোটিশ ওয়েব সাইটে আপলোড।**

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৭ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া'টির ওপর মতামত প্রদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রণীত খসড়ার কপি সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০২। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৭ এর খসড়া এবং সভার নোটিশটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জরুরীভাবে আপলোড করে ০৬ মার্চে ২০১৭ তারিখের মধ্যে আগ্রহীদের মতামত (হার্ডকপি) এ মন্ত্রণালয়ে এবং সফ্টকপি msw.institution2010@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণের অনুরোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : যথাবর্ণনা - বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৭ এর খসড়া (হার্ডকপি এবং পিডিএফ সফ্টকপি) এবং সভার নোটিশ।

২৮.২.১৭

মৃত্যুঞ্জয় সাহা
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৯০৪০।

যুগ্মসচিব (বাজেট ও আইসিটি)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

বিতরণ-জ্ঞাতার্থে :

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৬ (খসড়া)

যেহেতু, 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' এর কার্যক্রম গতিশীল ও সুসংহত করার লক্ষ্যে এটিকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে গঠন করা আবশ্যক এবং যেহেতু, এতদুদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন; সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

১। (১) এই আইন 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৬' নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(১) 'আইন' অর্থ 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৬;
(২) 'কর্মচারী' অর্থ পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী;
(৩) 'তহবিল' অর্থ এই আইনের ১২ নং ধারায় বর্ণিত 'পরিষদ তহবিল;
(৪) 'নির্বাহী কমিটি' অর্থ এই আইনের ১৩ নং ধারায় বর্ণিত পরিষদের নির্বাহী কমিটি;
(৫) 'পরিষদ' অর্থ এই আইনের ৭ নং ধারামতে গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ';
(৬) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান;
(৭) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি;
(৮) 'সভাপতি' অর্থ এই আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (১) এর ক্রমিক ১ এ উল্লিখিত পরিষদ সভাপতি;
(৯) 'সদস্যসচিব' অর্থ এই আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (১) এর ক্রমিক ৮৭ তে উল্লিখিত পরিষদের 'নির্বাহী সচিব';
(১০) 'অনুদান' অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক যে কোন ব্যক্তি এবং দেশী বা বিদেশী বা আন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক সরকারি বা আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা গোষ্ঠী হতে গ্রহণযোগ্য এবং সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণি বা গোষ্ঠী বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের অনুকূলে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় আর্থিক বা কারিগরি বা পরামর্শমূলক বা উপকরণগত বা সকল রকমের সহায়তা বা ঋণ বা অনুদান বা প্রশিক্ষণ বা জ্ঞান ও দক্ষতা হস্তান্তর;
(১১) 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা' বলিতে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এর উপধারা চ তে সংজ্ঞায়িত এবং বর্ণিত আইনের অধীন নিবন্ধিত সংস্থাকে বুঝাইবে;
(১২) 'সংস্থা' বলিতে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪ এর ধারা ২ এর উপধারা ৯ তে সংজ্ঞায়িত এবং বর্ণিত আইনের অধীন নিবন্ধিত সংস্থাকে বুঝাইবে;
(১৩) 'এনজিও' বলিতে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪ এর ধারা ২ এর উপধারা ৩ তে সংজ্ঞায়িত এবং বর্ণিত আইনের অধীন নিবন্ধিত সংস্থাকে বুঝাইবে; এবং
(১৪) 'স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম' বলিতে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৪ এর ধারা ২ এর উপধারা ১০ তে সংজ্ঞায়িত কার্যক্রমকে বুঝাইবে এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ২ এর উপধারা চ এর সংযুক্ত তফসিলে বর্ণিত কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ জাতীয়

৪। 'বাংলদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে। ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা

সমাজকল্যাণ পরিষদের মর্যাদা

থাকিবে। ইহার একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে। এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সাপেক্ষে ইহার স্থাবর-অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার, হস্তান্তর করিবার এবং যে কোন প্রকারে ব্যবস্থাপনা করিবার ক্ষমতা থাকিবে। 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' নিজ নামে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' এর বিরুদ্ধে একই নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

কার্যালয়

৫। পরিষদের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় বা পরিষদ নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত হইবে। মহানগর, **বিভাগ,** জেলা, উপজেলা ও শহর পর্যায়ে পরিষদ ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬। (১) লক্ষ্য ঃ যত্নশীল, নিরাপদ ও উন্নত সমাজ গঠন।

(২) উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সমাজকল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণে ও কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে উৎসাহ, সহায়তা ও স্বীকৃতি প্রদান ;

(গ) সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সামাজিক সমস্যার কারণ নিরুপন এবং প্রতিকারের উপায় অন্বেষণে গবেষণা পরিচালনা ;

(ঘ) সমাজের সকলের এবং বিশেষ করে নারী, শিশু, দুর্বল, অক্ষম ও অনগ্রসর, ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ ;

(ঙ) পরিষদের নিজস্ব তহবিল সৃজন ;

(চ) সমাজকল্যাণমূলক বিষয়ে বৈশ্বিক, বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপন এবং হালনাগাদ ধারণা, তত্ত্ব, তথ্য, কৌশল, কর্মপন্থা ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য বিনিময় ; প্রাপ্ত জ্ঞান ও তথ্যাদির অভ্যন্তরিণ প্রায়োগিকতা বিশ্লেষণ এবং নতুন ধারণা, উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন ;

(ছ) জাতীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন

৭। (১) এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' নিম্নে উল্লিখিতরূপে গঠিত হইবে :

১। মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (যদি থাকেন)	সিনিয়র সহ সভাপতি
৩। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সহ সভাপতি
৪। সচিব, অর্থ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫। সচিব,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ,স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭। সদস্য, আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮। মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৯। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
১০। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৩। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নহে)	সদস্য
১৪-১৭। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমাজবিজ্ঞান বা সমাজকল্যাণ বা সমাজকর্ম অনুষদ বা বিভাগের ডীন বা চেয়ারম্যান বা বিভাগীয় প্রধানগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত- ০৪(চার) জন।	সদস্য
১৮। পরিচালক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৯-৮২। প্রতিটি জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী (যাহার মধ্যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলা হইবেন)।	সদস্য
৮৩-৮৯। খ্যাতিমান সমাজকর্মী বা সমাজকল্যাণ বিষয়ে খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক বা লেখক বা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭ (সাত)জন বিশিষ্ট নাগরিক।	সদস্য
৯০-১০৩। সরকার প্রয়োজনবোধ করিলে নিম্নে উল্লিখিত ৩টি ক্যাটাগরিতে অনধিক	

১৪ (চৌদ্দ) জন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবে :

(অ) জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বা ইহাদের প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) জন।

(আ) এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা বা ইহাদের প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে অনধিক ৫(পাঁচ) জন।

(ই) দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী ও কল্যাণধর্মী জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন, সংস্থা, ফোরাম বা ট্রাস্ট বা ইহাদের প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে অনধিক ৪(চার) জন।

১০৪। নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সদস্যসচিব

(২) ধারা ৭ এর উপধারা (১) এর ১৫, ১৬ ও ১৭ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ক্যাটাগরিতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় কোন কারণ না দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে এবং তাঁহারাও সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। আরও শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠনের পুর্ণাঙ্গতা বা বৈধতার জন্য ধারা ৭ এর উপধারা (১) এর ১৭ নং ক্রমিকে উল্লিখিত সদস্যগণের মনোনয়ন আবশ্যিক হইবে না।

(৩) ধারা ৭ এর উপধারা (১) এর ১৫, ১৬ ও ১৭ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ক্যাটাগরিতে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে অবশিষ্ট সময়ের জন্য উক্ত শূন্যপদে সরকার সদস্য মনোনয়ন দিতে পারিবে।

পরিষদের কার্যাবলী

৮। পরিষদের কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) সমাজকল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণে, কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান ;

(গ) সমাজকল্যাণ কাজে নিয়োজিত ও আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা ও এনজিওকে আর্থিক, কারিগরি ও পরামর্শমূলক সহায়তা, ঋণ, অনুদান ও স্বীকৃতি প্রদান ;

(ঘ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার উদ্যোক্তা ও কর্মীদের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঙ) সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার কারণ নিরুপণ এবং প্রতিকারের উপায় অন্বেষণে গবেষণা পরিচালনা;

(চ) সামাজিক গবেষণার জন্য দেশী-বিদেশী স্বীকৃত ও মান সম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত চুক্তি সম্পাদন সাপেক্ষে গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ছ) সমাজের সকলের এবং বিশেষ করে নারী, শিশু, দুর্বল, অক্ষম ও অনগ্রসর, ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ ;

(জ) পরিষদের নিজস্ব তহবিল সৃজন এবং পরিষদ তহবিল সৃজনের উদ্দেশ্যে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বৈশ্বিক বা বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক এবং সরকারি বা আধা-সরকারি বা বেসরকারি বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী ও ব্যক্তির নিকট হইতে দান, অনুদান, ঋণ ও সহায়তা সংগ্রহ ;

(ঝ) সমাজকল্যাণমূলক বিষয়ে বৈশ্বিক, বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর সাথে সংযোগ স্থাপন এবং হালনাগাদ ধারণা, তত্ত্ব, তথ্য, কৌশল, কর্মপন্থা ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য বিনিময় ; প্রাপ্ত জ্ঞান ও তথ্যাদির অভ্যন্তরিণ প্রায়োগিকতা বিশ্লেষণ, নতুন ধারণা, উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন এবং ফলাফল ও অগ্রগতি নিয়মিত সরকারকে অবহিতকরণ ;

(ঞ) সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(ট) দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ;

(ঠ) সমাজের অস্বচ্ছল রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং এতদুদ্দেশ্যে রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন, পরিচালনা এবং এর কার্যক্রম তদারকিকরণ ;

(ড) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ, ভিটামাটিহীন বস্তিবাসী, চা বাগান শ্রমিকসহ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ ;

(ঢ) দেশব্যাপী সমাজকল্যাণ কর্মকান্ডে জনসম্পৃক্ততা তৈরীর লক্ষ্যে প্রচার, প্রচারণা, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন ;

(ণ) দেশব্যাপী সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে মহানগর, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও শহর পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন ;

(ত) পরিষদের কার্যক্রমের বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ ;

(থ) পরিষদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন ;

(দ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ।

পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৯। (১) সভাপতি ঃ সভাপতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সিনিয়র সহ সভাপতি ঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে বা তাঁহার সম্মতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সহ সভাপতি ঃ সভাপতি ও সিনিয়র সহ সভাপতির অনুপস্থিতিতে বা সম্মতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সদস্যগণ ঃপরিষদের উদ্দেশ্যসমূহ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত প্রদান করিবেন ;

(৫) সদস্যসচিব ঃ

(ক) সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে পরিষদের সকল সভা আহ্বান, কার্যপত্র প্রণয়ন ও কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিবেন;

(খ) পরিষদ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

পরিষদ সভা

১০। (১) পরিষদ বৎসরে ন্যূনতম একবার সভায় মিলিত হইবে। জরুরী প্রয়োজনে পরিষদ বিশেষ সভার আয়োজন করিতে পারিবে।

(২) পরিষদের মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

নির্বাহী সচিব

১১। সরকারের যুগ্মসচিব পদের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা পরিষদের নির্বাহী সচিব পদে সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন। যিনি পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্যসচিব হইবেন। নির্বাহী সচিব পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন। তিনি পরিষদ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন। তিনি পরিষদের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিষদের তহবিল

১২। (১) পরিষদের একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে যাহা পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, পরিষদের নিজস্ব সংস্থাপন ও ব্যবস্থাপনা এবং পরিষদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হইবে। এই তহবিল তফসিলী ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হইবে। বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(২) নিম্নলিখিত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠিত হইবে ঃ

(ক) সরকারি বরাদ্দ, দান, অনুদান, সাহায্য ও মঞ্জুরী ;

(খ) দানশীল ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান; সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, বাণিজ্যিক সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য, দান, অনুদান, চাঁদা ও উপকরণ ;

(গ) জাতিসংঘ বা জাতিসংঘের কোন বিশেষায়িত সংস্থা, বৈশ্বিক, বহুজাতিক, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক সংস্থা, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে প্রদত্ত সাহায্য, মঞ্জুরী, দান, অনুদান, চাঁদা ও উপকরণ ;

(ঘ) সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কোন বিদেশী সরকার বা নাগরিক বা কোন বিদেশী সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, মঞ্জুরী, দান, অনুদান, চাঁদা ও উপকরণ ;

(ঘ) যে কোন তফসিলী ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারের অনুমোদনক্রমে গৃহীত

ঋণ;

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা ;

(চ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা ;

(ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় সেবার জন্য নির্ধারিত ফি এবং

(জ) পরিষদের নিজস্ব সম্পদ হইতে অর্জিত আয়।

(৩) পরিষদ তহবিলের ব্যবহার বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নির্বাহী কমিটি গঠন

১৩। পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা ও তদারকির জন্য একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে। নির্বাহী কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

পরিষদের সদস্যগণের পদ শূন্য হওয়া

১৪। পরিষদের মনোনীত বেসরকারি সদস্যের পদ শূন্য হইবে ঃ

(ক) যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন ; বা

(খ) যদি তিনি স্বেচ্ছায় পদ ত্যাগ করেন ; বা

(গ) যদি তাহার সদস্য হিসাবে মনোনয়নের মেয়াদ ৩ বছর অতিক্রান্ত হয় বা কোন শূন্য পদের বিপরীতে ধারা ৮ (৩) মোতাবেক অবশিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই অবশিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয় ; বা

(ঘ) যদি তাহাকে অপসারণ করা হয় ; বা

(ঙ) যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না থাকেন ; বা

(চ) যদি তিনি পরিষদের বা সরকারের অনুমতি ছাড়া পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন ; বা

(ছ) যদি তিনি পরিষদ বা রাষ্ট্রের কোন হানিকর কাজে লিপ্ত থাকেন ; বা

(জ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া যদি তাহার বিরুদ্ধে অন্যূন দুই বছর কারাদন্ড ভোগের আদেশ হয় ; বা

(ঝ) যদি তিনি কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মস্তিষ্ক বিকৃত বা দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হন।

মহানগর,বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও শহর পর্যায়ে পরিষদ গঠন

১৫। পরিষদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিষদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিভাগীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, মহানগর সমাজকল্যাণ পরিষদ, জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ, উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ ও পৌর সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করিতে পারিবে। মহানগর, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও শহর পর্যায়ে পরিষদের গঠন, কার্যাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, মেয়াদ, কর্মপরিধি, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি ও পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নিরীক্ষা

১৬। (১) পরিষদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে ;

(২) বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর পরিষদের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও পরিষদের নিকট পেশ করিবেন ;

(৪) পরিষদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদের সম্পদ ও দায় এবং আয়-ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রতিবেদন

১৭। প্রতি বৎসর ৩১ আগষ্ট এর মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থবৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণী সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরিষদ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

বিধিমালা প্রণয়ন

১৮। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রেখে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিবে ।

প্রবিধানমালা

১৯। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে ইহার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য

প্রণয়ন

উপযুক্ত চাকুরী প্রবিধানমালাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

দায়মুক্তি

২০। পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ The penal Code, 1860 (Act no-XLV of 1860) এর ধারা ২১ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং পরিষদের স্বার্থে সদ্বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২১।(১) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন/২০১৬ কার্যকরী হইবার সংগে সংগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৫ জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখের সকম/কর্ম-শাঃ/বাজাসকপ-১/২০০২-৯৮ নং রেজ্যুলিউশন (১৮ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের ৪১.০০.০০০০.০৪১. ০১. ০১.০০৯-২২৬(ক) নং সংশোধনীসহ) বাতিল বা রহিত হইবে। তবে তদপূর্বে রেজ্যুলিউশনের বিধানমতে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা এ আইনের অধীনে গৃহীত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(২) উক্ত রেজ্যুলিউশন বাতিল বা রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) উক্ত রেজ্যুলিউশনমূলে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, অতঃপর বিলুপ্ত পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত এবং উহার নির্বাহী কমিটি, জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ বিলুপ্ত হইবে ;

(খ) বিলুপ্ত পরিষদের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, তহবিল, দায়, দলিল দস্তাবেজ এবং অন্য সকল দাবী ও অধিকার পরিষদে হস্তান্তরিত হইবে ;

(গ) বিলুপ্ত পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে ;

(ঘ) বিলুপ্ত পরিষদের সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব হইবে।

(ঙ) বিলুপ্ত পরিষদের সকল কর্মকতা ও কর্মচারী পরিষদে বদলীকৃত ও আত্মীকৃত হইবেন এবং তাঁহারা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। পূর্বে তাঁহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে তাঁহারা পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন। একইভাবে পরিষদের নির্বাহী সচিব পরিবর্তিত পদে 'নির্বাহী সচিব' হিসাবে পদায়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) উক্ত রেজ্যুলিউশনের অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে উহা রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

২২। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।